সমকাল
২৮/০২/০৮
উন্নয়ন

অবহেলিত উত্তরাঞ্চল

এম আজিজুর রহমান

শিক্ষা স্বল্পতা একটি দেশ বা দেশের একটি অঞ্চলকে বিভিন্নভাবে পিছিয়ে দেয়। ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত আরো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা উত্তরবঙ্গ। বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসকারী লোকসংখ্যা যেখানে ৯৫০ জন, সেখানে উত্তরবঙ্গে এ সংখ্যা ৯৮৭ জন। সাধারণত স্বল্পশিক্ষিত ও দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাগুলো ঘনবসতিপূর্ণ হয়। কারণ এসব এলাকার মানুষ সন্তানদের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে। তারা মনে করে, যত বেশি সন্তান তত বেশি আয় ও উপার্জন। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দরিদ্রতা, সচেতনতার অভাব, নিকটবর্তী অবস্থানে স্কুল-কলেজের অভাব, নদী ও শাখা নদীবিধৌত চর এলাকার মানুষদের যোগাযোগ প্রতিকূলতা ও আর্থিক অক্ষমতা ইত্যাদি কারণে অভিভাবকদের পক্ষে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয় না। এছাড়া সমগ্র উত্তরবঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব কম। সারাদেশে সরকারিভাবে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০ হলেও দেশের এক-চতুর্থাংশ জনপদের উত্তরবঙ্গে যেখানে কমপক্ষে ৭-৮টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকার কথা, সেখানে রাজশাহী ও দিনাজপুরে রয়েছে মাত্র ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়। একে শিক্ষা বৈষম্যের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

যে কোনো দেশের উন্নয়নের জন্য শিল্প উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিল্পায়নের ফলে উৎপাদন, আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি বাড়ে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, আয় ও নিয়োগ সুবিধার সুষম বণ্টন হয়, পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলো সবই উন্নয়নের স্মারক বহন করে। দেশের এক-চতুর্থাংশ জনপদের উত্তরবঙ্গে গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং উদ্যোক্তার অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের অভাবে শিল্পায়ন সম্ভব হচ্ছে না। তাই উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়নের জন্য গ্যাস, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বিভিন্নভাবে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী বা উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বাড়াতে হবে। উত্তরবঙ্গসহ পুরো দেশের শিল্পায়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা উৎসগুলোর যথাযথ সদ্ব্যবহার অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও দেশব্যাপী বিদ্যুতের সুষম বণ্টনের প্রচেষ্টা দক্ষ ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হওয়া উচিত। তিতাস গ্যাসসহ সংশ্লিষ্ট গ্যাসের অনুসন্ধান, উত্তোলন প্রকল্প কার্যকর করার জন্য দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থাকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে। বগুড়া ও দিনাজপুরের কয়লা খনির উৎসগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ সম্পৃক্ত জ্বালানি শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অব্যাহত গবেষণা ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিবেশী দেশ ভারত কয়লা খনি ব্যবহার করে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। পাকিস্তান মাত্র কয়লার ব্যবহার শুরু করেছে। আর বাংলাদেশে কয়লার উত্তোলন ও ব্যবহার এখনো শুরু হয়নি বললেই চলে। পূর্বপরিকল্পিত পাবনার রূপপুরে আণবিক শক্তি প্রকল্পসহ বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি আণবিক শক্তি প্রকল্প প্রণয়নের কথাও ভাবতে হবে। বাংলাদেশের আণবিক শক্তি প্রকল্প বাস্তবে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এ সম্ভাবনার পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন মেড ইন বাংলাদেশ পোশাক ছাড়া আমেরিকা ও ইউরোপের মানুষ সকালে ঘর থেকে বের হতে পারছেন না। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তথা বস্ত্রের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশের সাহায্য নেওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। পোশাক শিল্প খাতে ভারত, পাকিস্তানসহ অনেক দেশই বাংলাদেশের পেছনে পড়ে আছে। নিকট ভবিষ্যতে পোশাক শিল্পে প্রথম স্থান অধিকারী চায়না যখন ভারি শিল্প বিকাশে মনোনিবেশ করবে, তখন বিশ্বে এক নম্বর পোশাক রফতানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ওঠে আসবে। প্রতিবেশী চায়না ও ভারতকেও তখন পরিধেয় কাপড়-চোপড়সহ সংশ্লিষ্ট পোশাক কেনার জন্য বাংলাদেশে আসতে হবে। ধারণা করা যায়, পোশাক শিল্প রফতানি করে বাংলাদেশ ২০২০ সালের দিকে শত বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে। অর্থনৈতিক যুদ্ধে সম্ভাব্য বিজয়ী দেশ যেমন–চায়না, জাপান ও ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার স্বার্থে আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য সুলভ মূল্যে দক্ষ ও অর্ধদক্ষ এবং পরিশ্রমী শ্রমিক প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ একটি স্ট্র্যাটেজিক ভূমি।

পাবনার তাঁত শিল্প, রাজশাহীর রেশম শিল্প, কৃষি সরঞ্জামাদিসহ বগুড়ার অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী ছোট-বড় শিল্পকারখানা, গ্যাস, জ্বালানি, বিদ্যুতের অভাব এবং পুঁজি স্বল্পতার কারণে প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। একই কারণে উত্তরাঞ্চলের চাল প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত ছোট-বড় প্রায় ১০ হাজার চাতাল মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং বেশকিছু ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। উত্তরাঞ্চল মূলত একটি কৃষিপ্রধান জনপদ। উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়ন ও শিক্ষা বিস্তারসহ বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য কৃষি উন্নয়ন হচ্ছে প্রথম ধাপ। কৃষি খাতকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে বা কৃষিনির্ভর শিল্প গড়ে তোলা দরকার। প্রয়োজন বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে খরা ও মরু প্রবণতা থেকে কৃষিকে রক্ষা করা, পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও ধরলা নদীর দু'পাশে বন্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে শক্ত বেড়িবাঁধ স্থাপন এবং শীতকালের জলবায়ুজনিত মরুপ্রবণতা থেকে কৃষিকে রক্ষাকল্পে ব্যারেজ নির্মাণ করে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। উল্লেখ্য, শিল্পায়নসহ দেশের আয়-উন্নতি বৃদ্ধি পেলে কৃষিদ্রব্যসহ দেশের সামগ্রিক দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ কৃষি খাতে ব্যয়বহুল প্রকল্প হাতে নিয়েও সফলতার সঙ্গে কৃষি শিল্পে অর্থায়ন করা সম্ভব।

■ লেখক : ভিসি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি